রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ১১, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ১৬(আঃম)(লেঃস)(মুঃপ্রঃ)-আইন-অনুবাদ-২০১৩—সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ০৩-০৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত “The Protection and Conservation of Fish Act, 1950”এর বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব (চঃদাঃ)।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

[ইংরেজিতে প্রণীত এবং জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনূদিত পাঠ]

বাংলাদেশ মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০

১৯৫০ সনের ১৮ নং আইন

[১৮ মে, ১৯৫০]

[১] [বাংলাদেশে] মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য প্রণীত আইন।

যেহেতু [২] [বাংলাদেশে] মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন [৩] [***] মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র [৪] [বাংলাদেশে] প্রযোজ্য হইবে।

(৩) [৫][***] সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে ইহা বলবৎ হইবে।

[৬] [২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) **"কারেন্ট জাল"** অর্থ এক আঁশবিশিষ্ট সিনথেটিক নাইলন সূতার তৈরি বিভিন্ন সরু আকৃতির মৎস্য ধরিবার জাল;

(২) **"মৎস্য"** অর্থ সকল প্রকারের কোমল অস্থি ও কঠিন অস্থিবিশিষ্ট মাছ, স্বাদু পানির চিংড়ি, সামুদ্রিক চিংড়ি, উভচর প্রাণি, স্বাদু পানির কচ্ছপ, সামুদ্রিক কচ্ছপ, খোলস বিশিষ্ট কাঁকড়া জাতীয় প্রাণি, শামুক-ঝিনুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণি, একিনোডার্মস (echinoderms) এবং ব্যাঙের জীবনচক্রের সকল ধাপ;

(৩) **"মৎস্য খামার (Fishery)"** অর্থ কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক, উন্মুক্ত বা বন্ধ, প্রবহমান বা বদ্ধ, যে কোন জলাশয় (যেমন নদী, হাওর, বাওড়, বিল, প্লাবনভূমি, খাল ইত্যাদি) যেখানে মৎস্য বা অনুরূপ প্রাণির উৎপাদন, অথবা মৎস্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন, প্রদর্শন, প্রজনন, ব্যবহার বা বিক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, তবে সৌন্দর্যবর্ধক বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত মৎসের কৃত্রিম মৎস্যাধার, পুকুর বা ট্যাংক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৪) **"মৎস্য কর্মকর্তা (Fishery officer)"** অর্থ সরকার বা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের সকল বা যে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বা এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত কোন বিধি অনুসারে কার্য করিবার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন পুলিশ কর্মকর্তা এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন না।

১। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা "পূর্ব পাকিস্তান" শব্দের স্থলে "বাংলাদেশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

২। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা "পূর্ব পাকিস্তান" শব্দের স্থলে "বাংলাদেশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

৩। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা "পূর্ব বঙ্গ" শব্দটি বিলুপ্ত।

৪। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা "পূর্ব পাকিস্তান" শব্দের স্থলে "বাংলাদেশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

৫। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সালের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা "প্রভিন্সিয়াল" শব্দটি বিলুপ্ত।

৬। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা ধারা (২) প্রতিস্থাপিত।

(৫) **"মৎস্য ধরিবার জাল"** অর্থ জলাশয় হইতে বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য ধরিবার জাল, এবং কারেন্ট জাল ব্যতীত, সিনথেটিক সূতাসহ বিভিন্ন সরু আকৃতির বিভিন্ন প্রকারের সূতায় তৈরি মৎস্য ধরিবার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের যন্ত্র। জাল পাকা করার সাধারণ উপকরণ হইতেছে গাব ফল (Diospyros embryopteris), গোরান বৃক্ষের বাকল (Ceripos roxburgliana) এবং আলকাতরা;

(৬) **"ফিক্সড ইঞ্জিন"** অর্থ মৎস্য ধরিবার জন্য মাটিতে প্রোথিত বা অন্য কোন উপায়ে স্থিরীকৃত কোন জাল, খাঁচা, ফাঁদ বা অন্য কোন কৌশল।]

৩। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) অতঃপর এই ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, [১][***] সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

[২][(২) সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন জলাশয় বা জলাশয়সমূহের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিধিমালা বা যে কোন বিধি প্রয়োগ করিতে পারিবে।]

(৩) উক্ত বিধিমালা দ্বারা—

(ক) নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কিছু নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে, যথা,—

(অ) ফিক্সড ইঞ্জিনের স্থাপন এবং ব্যবহার;

(আ) মৎস্য ধরিবার জন্য বেড়া, জলাধার, বাঁধ, বেড়িবাঁধ এবং অন্যান্য কাঠামোর স্থায়ী বা অস্থায়ী নির্মাণ;

(ই) যে কোন ধরনের [৩][মৎস্য ধরিবার জালের] ব্যবহার বা প্রয়োগ পদ্ধতি এবং [৪][মৎস্য ধরিবার জালের] সরুত্বের আকার;

[৫][(ঈ) বিধিমালায় বর্ণিত মৎস্য ধরিবার জাল, ফাঁদ, যন্ত্র এবং অন্য কোন কৌশলের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বহন, পরিবহন বা দখল।]

(খ) অভ্যন্তরীণ জলাশয় বা উপকূলীয় জলসীমায় বিস্ফোরক, বন্দুক এবং তির-ধনুক দ্বারা মৎস্য নিধন বা নিধন করিবার যে কোন উদ্যোগ নিষিদ্ধ করা যাইবে;

(গ) পানিতে বিষ প্রয়োগ, পানি দূষিতকরণ, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ বা অন্য কোনভাবে মৎস্য বা মৎস্য খামার ধ্বংস বা ধ্বংস করিবার উদ্যোগ নিষিদ্ধ করা যাইবে;

১। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৫ দ্বারা "প্রভিন্সিয়াল" শব্দটি বিলুপ্ত।

২। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৫ দ্বারা উপ-ধারা ২ প্রতিস্থাপিত।

৩। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা 'জাল' শব্দটির স্থলে 'মৎস্য ধরিবার জাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৪। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা 'জাল' শব্দটির স্থলে 'মৎস্য ধরিবার জাল' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৫। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা উপ-দফা (ঈ) সন্নিবেশিত।

(ঘ) যে মৌসুমে নির্ধারিত প্রজাতির মৎস্য মারা বা ধরা নিষিদ্ধ থাকিবে, এইরূপ মৌসুম নির্ধারণ করা যাইবে;

(ঙ) কোন নির্ধারিত প্রজাতির মৎস্যের সর্বনিম্ন আকার নির্ধারণ করা যাইবে যাহার কম দৈর্ঘ্যের মৎস্য মারা বা বিক্রয় নিষিদ্ধ; [১][***]

(চ) সকল জলাশয়ে অথবা নির্ধারিত জলাশয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মৎস্য ধরা নিষিদ্ধ করা যাইবে [২][;

(ছ) কোন মৎস্য খামার শুষ্ক করিয়া বা পানি শূন্য করিয়া মৎস্য নিধন বা নিধন করিবার প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ করা যাইবে;]

তবে শর্ত থাকে যে, [৩][***] সরকার মৎস্য চাষের (pisciculture) উদ্দেশ্যে, মৎস্যের উপর জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য, এতদুদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত সাপেক্ষে, নিষিদ্ধ মৌসুমে বা নিষিদ্ধ জলাশয়ে বা নির্ধারিত সর্বনিম্ন আকারের কম দৈর্ঘ্যের মৎস্য ধরিবার এবং উহা নিষ্পত্তি করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

[৪][(৪) এই ধারার অধীন কোন বিধি প্রণয়নকালে সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান করিতে পারিবে—

(ক) মৎস্য ধরিবার জন্য বিধিমালা লঙ্ঘনপূর্বক স্থাপিত বা ব্যবহৃত ফিক্সড ইঞ্জিন, [৫][মৎস্য ধরিবার জাল বা কারেন্ট জাল] বা অন্য কোন স্থাপিত কৌশল আটক, অপসারণ এবং বাজেয়াপ্তকরণ;

(খ) উক্তরূপ ফিক্সড ইঞ্জিন, [৬][মৎস্য ধরিবার জাল বা কারেন্ট জাল] বা অন্য কোন কৌশল দ্বারা ধৃত মৎস্য বাজেয়াপ্তকরণ;

[৭][(গ) বাজেয়াপ্ত ফিক্সড ইঞ্জিন, মৎস্য ধরিবার জাল, [৮][কারেন্ট জাল] অথবা অন্য কোন কৌশল অথবা বাজেয়াপ্ত মৎস্য নিষ্পত্তিকরণের পদ্ধতি প্রবর্তন।]

(৫) বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাক-প্রকাশ সাপেক্ষ হইবে; এবং [৯][জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ১৮৯৭ এর ধারা ২৩] এর দফা (৩) এর বিধান অধীন প্রস্তাবিত খসড়া বিধিমালার প্রাক-প্রকাশের তারিখের পর হইতে অন্যূন দুই মাসের মধ্যে তারিখ নির্ধারিত হইবে।

(৬) এইরূপ বিধিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং, পরবর্তী কোন তারিখ নির্ধারণ করা না হইলে, অনুরূপ প্রকাশের তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

১। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা 'এবং' শব্দটি বিলুপ্ত।

২। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা কোলন (:) শব্দের স্থলে সেমিকোলন (;) প্রতিস্থাপিত এবং দফা (ছ) সন্নিবেশিত।

৩। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৫ দ্বারা "প্রভিন্সিয়াল" শব্দটি বিলুপ্ত।

৪। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত।

৫। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা "মৎস্য ধরিবার জাল, কারেন্ট জাল," কমা এবং শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

৬। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা "মৎস্য ধরিবার জাল, কারেন্ট জাল," কমা এবং শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

৭। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা দফা (গ) প্রতিস্থাপিত।

৮। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা কমা (,) এবং কারেন্ট জাল শব্দ সন্নিবেশিত।

৯। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৫ দ্বারা "বেঙ্গল জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট ১৮৯৭ এর ধারা ২৪," শব্দ, সংখ্যা এবং কমার স্থলে "জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট ১৮৯৭ এর ধারা ২৩," শব্দ, সংখ্যা এবং কমা প্রতিস্থাপিত।

৪। **মৎস্য বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ ক্ষমতা।**—[১][***] সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, [২][বাংলাদেশের] সর্বত্র বা কোন অংশে সুনির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য নির্ধারিত প্রজাতির নির্ধারিত আকারের কম দৈর্ঘ্যের মৎস্য বিক্রয় বা বিনিময়ের জন্য [৩][ধরা, বহন, পরিবহন, বিক্রয়ের প্রস্তাব, প্রদর্শন, বা দখল] নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

[৪][৪ক। **কারেন্ট জাল নিষিদ্ধকরণ।**—(১) কোন ব্যক্তি কারেন্ট জাল তৈরী, বুনন, আমদানি, বাজারজাত, মজুদ, বহন, পরিবহন, অধিকার, দখল বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তির দখলে কোন কারেন্ট জাল থাকিলে তিনি এই বিধান বলবৎ হইবার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিকটতম থানায়, মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে অথবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে উক্ত কারেন্ট জাল সমর্পণ (surrender) করিবেন এবং এইরূপ মেয়াদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দখলে কোন কারেন্ট জাল থাকিলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।]

[৫][৫। **দণ্ড।**—(১) ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি অথবা ধারা ৪ এর অধীন প্রজ্ঞাপিত কোন নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘন অন্যূন এক বৎসর এবং অনধিক দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, অথবা অনধিক পাঁচ হাজার টাকার অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

(২) ধারা ৪ক এ বর্ণিত কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে—

(ক) কোন ব্যক্তি কারেন্ট জাল তৈরী, বুনন, আমদানি, বাজারজাত বা মজুদ করিলে, তিনি অন্যূন তিন বৎসর এবং অনধিক পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে, এবং তদুপরি অনধিক দশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; এবং

(খ) কোন ব্যক্তি কারেন্ট জাল বহন, পরিবহন, অধিকার, দখল বা ব্যবহার করিলে,তিনি অন্যূন এক বৎসর এবং অনধিক তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক পাঁচ হাজার টাকার অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।]

[৬][৫ক। **বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা।**—কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে উক্তরূপ দোষী সাব্যস্তকারী আদালত উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য উক্ত ব্যক্তি যে সকল দ্রব্য বা জিনিস ব্যবহার করিয়াছেন বা ব্যবহারের অভিপ্রায় রহিয়াছে সেই সকল দ্রব্য বা জিনিস বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিবে।]

১। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬ দ্বারা "প্রভিন্সিয়াল" শব্দটি বিলুপ্ত।

২। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬ দ্বারা "দি প্রভিন্স অব ইস্ট পাকিস্তান" শব্দের স্থলে "বাংলাদেশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

৩। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬ দ্বারা "প্রস্তাব বা প্রদর্শন বা দখল" শব্দগুলির স্থলে "ধরা, বহন, পরিবহন, প্রস্তাব, প্রদর্শন বা দখল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৪। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা ধারা ৪ক সন্নিবেশিত।

৫। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত।

৬। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা ধারা (৫ক) সন্নিবেশিত।

৬। **এই আইনের অধীন কৃত অপরাধের জন্য বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার।**—(১) [১][***] সরকার হইতে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ধারা ৩ এর অধীন প্রণীত কোন বিধির লঙ্ঘন বা [২][যথাক্রমে ধারা ৪ এবং ৪ক] এর অধীন প্রজ্ঞাপিত নিষেধ লঙ্ঘনের জন্য কোন ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন যদি—

(ক) উক্ত ব্যক্তির নাম এবং ঠিকানা তাহার অজানা থাকে; এবং

(খ) উক্ত ব্যক্তি তাহার নাম এবং ঠিকানা প্রদানে সম্মত না হন অথবা, উহা প্রদান করা হইলেও, উহার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের যুক্তিসংগত কারণ থাকে।

(২) এই ধারা অনুসারে গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যতক্ষণ না তাহার নাম এবং ঠিকানা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আটক রাখা যাইতে পারে :

তবে শর্ত থাকে যে, ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এর বিধান অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে বা নিকটস্থ থানায় উপস্থিত করিবার জন্য যে সময় প্রয়োজন হয় উহার অধিক সময় অনুরূপ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এ যাহাই থাকুক না কেন, পূর্ববর্তী উপ-ধারা অনুসারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপিত কোন ব্যক্তিকে তাহার পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করা পর্যন্ত আটক রাখা আইনানুগ হইবে।

[৩][(৪) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে তল্লাশি, জব্দ এবং তদন্ত করিবার জন্য সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কোন পুলিশ কর্মকর্তার যেরূপ ক্ষমতা রহিয়াছে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল মৎস্য কর্মকর্তার সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে; এবং এই আইনের অধীন কোন মৎস্য কর্মকর্তা বা কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দকৃত কোন কারেন্ট জাল ৩০ দিন অতিক্রান্ত হইবার পর ধ্বংস করিতে হইবে, যদি না ইতোমধ্যে কোন ব্যক্তি উহা দাবি করিয়া থাকে অথবা উক্ত জাল সম্পর্কে কাহারও আইনগত দাবি সম্পর্কিত কোন প্রকার কার্যধারা অন্য কোনভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।]

[৪][৭। **অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা, বিচার ইত্যাদি।**— ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,—

(ক) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ উক্ত কার্যবিধির সংজ্ঞা অনুসারে আমলযোগ্য অপরাধ হইবে;

(খ) কোন আদালত, মৎস্য কর্মকর্তা বা পুলিশের উপ-পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগ দায়ের অথবা প্রতিবেদন ব্যতীত, কোন অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবে না;

১। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৮ দ্বারা "প্রভিন্সিয়াল" শব্দটি বিলুপ্ত।

২। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা "ধারা ৪ এর অধীন" শব্দের স্থলে "যথাক্রমে ধারা ৪ এবং ৪ক এর অধীন" শব্দগুলি এবং সংখ্যা প্রতিস্থাপিত।

৩। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত।

৪। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ৯নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত।

[১][(গ) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ব্যতীত, অন্য কোন আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের বিচার করিবে না; এবং

(ঘ) এই আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর অধীন সংঘটিত অপরাধ ব্যতীত, কোন অপরাধের বিচারকারী আদালত সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য উক্ত কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবে।]]

৮। **কর্মকর্তাগণ সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।**—এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি [২][***] দণ্ডবিধির ধারা ২১ এর সংজ্ঞা অনুসারে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

৯। **দায়মুক্তি।**—এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই আইন অনুসারে সরল বিশ্বাসে কোন কার্য করিবার বা করিবার অভিপ্রায়ের কারণে তাহার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১০। [**বাতিল।**—মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১১ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০২ (২০০২ সনের ২০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (গ) এবং (ঘ) প্রতিস্থাপিত।

২। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৫নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১০ দ্বারা "পাকিস্তান" শব্দটি বিলুপ্ত।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd